রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ৩৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭০৫—৭১৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৭৩—৮৯৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০২৭—১০৪৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৯
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ, ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১৮ মে ২০১৬

নং ১৩/২০১৬/শুল্ক—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মেসার্স স্কাইলাক্স ডিউটি ফ্রি শপ নামীয় শুল্কমুক্ত বিপনীর (বন্ড লাইসেন্স নং-৭৬৭/কাস-পিবিডব্লিউ, তাং ২৫-০১-১২) বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	টোব্যাকো	৪,৫০,০০০.০০
০২.	লিকার	৮৫,০০০.০০
০৩.	ফুড	৪০,০০০.০০
০৪.	টয়লেট্রিজ	৭৫,০০০.০০
	মোট=	৬,৫০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ.এফ.এম শাহরিয়ার মোল্লা
সদস্য (শুল্ক: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

বিশেষ আদেশ

তারিখ, ২৪ মে ২০১৬

নং ১৫/২০১৬/শুল্ক/২৭৭(৭)—কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) কর্তৃক মাতারবাড়ি ১২০০ মেগা ওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্যাকেজ ১.১ এর আওতায় আমদানিকৃত Cutter suction dredger with standard equipment and accessories, Tugboat with standard equipment and accessories ও Service boat with crane with standard equipment and accessories সমূহের অনুকূলে বাংলাদেশ জলসীমায় ব্যবহারে ক্ষেত্রে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং আমদানি শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করার লক্ষ্যে অনাপত্তি চেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিপিজিসিবিএল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করেছেন। এ মালামালসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করা হলেও তা সমুদ্র বন্দরে আনা হবে না বরং বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার মধ্য থেকে জাহাজের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা হবে। এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্যের ইনভয়েস, বিল অফ লেডিং, প্যাকিং লিস্ট ইত্যাদি আনুষঙ্গিক দলিলাদি সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজে

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

দাখিল করার পর যৌথ অঙ্গীকারনামা এর বিপরীতে এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে The Customs Act, 1969 এর Section-21(a) ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬৬ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে ফেরতের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে খালাস ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে।

শর্তঃ

(ক) আমদানিতব্য/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/মালামালের উপর যৌথ অঙ্গীকারনামা সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন/স্টেশনে জমা রাখতে হবে;

(খ) মালামাল আমদানির তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) যে শুল্ক ভবন/স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা হবে উক্ত শুল্ক ভবন/স্টেশনের মাধ্যমে রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশ, রপ্তানি নীতি আদেশ ও বাংলাদেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনে কোন শর্ত থাকলে সে শর্তও পরিপালন করতে হবে;

(ঙ) আমদানিতব্য/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/মালামাল কেবল মাতারবাড়ি ১২০০ মেগা ওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে;

(চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত আমদানিতব্য/ আমদানিকৃত মালামাল/যন্ত্রপাতি কোনভাবেই স্থানীয়ভাবে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না;

(ছ) Consumable/spares/breakable পণ্য যৌথ অঙ্গিকারনামার আওতায় খালাসযোগ্য হবে না; সুতরাং পণ্য পরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন যদি মনে করে পণ্যগুলো Consumable/breakable অথবা disposable সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি নগদে আদায় করতে হবে;

(জ) নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য পুনঃরপ্তানি না করা হলে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঝ) পুনঃরপ্তানির শর্তে আমদানিতব্য/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/ মালামালের কোনরূপ দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতি সাধিত হলে এর জন্য শুল্ক-করাদি মওকুফের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না;

(ঞ) আমদানিকৃত পণ্য যথাযথ মূল্যে, এইচ.এস কোড-এ শুল্কায়ন করতে হবে; এবং

(ট) শুল্কায়নের পূর্বে পণ্যের specfication ও ঘোষণার সঠিকতা যাচাই করে শুল্কায়ন করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নাজিউর রহমান মিয়া
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: অব্যাহতি ও প্রকল্প সুবিধা)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ বৈশাখ ১৪২৩/১০ মে ২০১৬

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.১৬-১৪৫—যেহেতু জনাব মোঃ ওমর ফারুক (৬০০৪৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, ফেরি উপ-বিভাগ, পটুয়াখালী-তে কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত উপ-বিভাগের আওতাধীন খেপুপাড়া ফেরিঘাটের পটুয়াখালী প্রান্তের পন্টুনে তাঁর অবহেলা ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ছিদ্র/ফাটল সৃষ্টি হয়ে পন্টুনে পানি জমে গত ২৯-১২-২০১৫ তারিখ সকাল ৭:১০ মিনিটে পন্টুনটি ডুবে গিয়ে এক অনাকাঙ্খিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিগত ৩০-১২-২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ ও জনসাধারণের ফেরি পারাপারে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়;

যেহেতু অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জোন কর্তৃক ২৯-১২-২০১৫ তারিখের ৩২২৩ সংখ্যক স্মারকে বিষয়টি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অবহিত করা হয়। ফেরিটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। ফেরি উপ-বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি বলেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়;

যেহেতু সরকারি কর্তব্য-কাজে অবহেলা, উদাসীনতা ও গাফিলতি প্রদর্শনের কারণে তাঁকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গত ৩১-১২-২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৩৭.১৫-৯৯৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ০৭-০২-২০১৬ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব দীপঙ্কর মন্ডল-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা তদীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, পটুয়াখালী উপ-বিভাগের আওতাধীন খেপুপাড়া ফেরিঘাটের পটুয়াখালী প্রান্তের পন্টুনটি অবহেলা ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ছিদ্র/ফাটল সৃষ্টি হয়ে পন্টুনে পানি জমে গত ২৯-১২-২০১৫ তারিখ সকাল ৭:১০ মিনিটে পন্টুনটি ডুবে গিয়ে এক অনাকাঙ্খিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়ী অভিযোগটি তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু এ প্রেক্ষাপটে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৬(২) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ ওমর ফারুক (৬০০৪৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, ফেরি উপ-বিভাগ, পটুয়াখালী-কে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০১৬ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ মে ২০১৬

নং ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৩৭.১৫-৪২০—জনাব মোঃ ওমর ফারুক (৬০০৪৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ফেরি উপ-বিভাগ, পটুয়াখালী-কে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩১-১২-২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৩৭.১৫-৯৯৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্তের যে আদেশ দেয়া হয়েছিল বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় তা এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/২৪ মে ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০০৬.০১৬.১৩-৬২০—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৫ মে ২০১৪ তারিখের স্মারক নং ০৫.১৭০.০২২.২০.০০.০৪৩.২০১০-১৪৩ সংখ্যক পত্র অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি/নির্বাচন কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক/সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন অধিশাখা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৩) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে)

(৪) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব (আইন কর্মকর্তা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২। গঠিত কমিটির কর্মপরিধি পূর্বের কমিটির কর্মপরিধির অনুরূপ হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নির্দেশক্রমে এ আদেশ জারি করা হল।

সাজিয়া আফরীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৫ বৈশাখ ১৪২৩/২৮ এপ্রিল ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৬৭.১৩-৩৬৬—যেহেতু, জনাব রোজিনা আখতার রোজী (১২৩৭৩), সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সংযুক্ত: সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ), অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন। অত:পর তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী তদন্ত করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হওয়ায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কে অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে জনাব রোজিনা আখতার রোজী এর অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কে (০১-০৬-২০১৩ তারিখ হতে ০৪-০৯-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) মোট ৯৬ দিনের অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪২৩/১২ মে ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০০৪.১৬-৪১৫—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা বেগম তানিয়া জামান চৌধুরী (২৩৭৮৭), প্রভাষক (অর্থনীতি), রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী ৩১তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৫-০১-২০১৩ তারিখে সরকারি নজিপুর কলেজ, নওগাঁতে যোগদান করেন। তিনি ৩১তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং অসদুপায় অবলম্বন করার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক অর্থনীতি পদে প্রদত্ত সুপারিশ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, বেগম তানিয়া জামান চৌধুরী এর শিক্ষানবিস চাকরিকাল সন্তোষজনক নয় বিধায় চাকরির অযোগ্য বিবেচনা করে তাকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর ৬(২)(এ) বিধিমতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি চাকরি হতে ছাটাই (Terminate) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, বেগম তানিয়া জামান চৌধুরী (২৩৭৮৭), প্রভাষক (অর্থনীতি), রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী এর শিক্ষানবিস চাকরিকাল সন্তোষজনক নয় বিধায় চাকরির অযোগ্য বিবেচনা করে তাকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর ৬(২)(এ) বিধিমতে সরকারি চাকরি হতে ছাঁটাই (Terminate) করা হলো।

তারিখ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১৫ মে ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৫০.১২-৪১৭—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব নাসিমা আক্তার (১৩২৭০), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা গত ১৪-০৬-২০১২ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, কুমিল্লার মাধ্যমে স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীসহ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসক কুমিল্লা জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দীর্ঘদিন যাবত কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। অত:পর তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী তদন্ত করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তা দীর্ঘদিন যাবত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তা ফেরত আসে;

যেহেতু, জনাব নাসিমা আক্তার এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব নাসিমা আক্তারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from Service)" করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অধিশাখা-১৩ (এম.পি.ও.)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ মে ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৮.০০৩.২০০২.খণ্ড.২০৬—বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর ধারা ৩ এর ৬(১) অনুসারে কল্যাণ ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদে অর্থ বিভাগের মনোনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে উপসচিব, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান (৫৪৫১)- কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২-০১-২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৮.০০৩.২০০২(খণ্ড).২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে গঠিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এর পরিচালনা পর্ষদে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ সংক্রান্ত ১৮-০২-২০১৬ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৮.০০৩.২০০২(খণ্ড).৮২ বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুসরাত জাবীন বানু
উপসচিব।

শাঃ ১৫ (কারিগরি-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ বৈশাখ ১৪২৩/২৭ এপ্রিল ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৯.০০৭.১৫-৩৫৬—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল), জনাব নুরুন নাহার বেগম বিগত ০৬-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তার এ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৩-১১-২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৯.০০৭.১৫-৭৪৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচারণ' এবং ৩(সি) মোতাবেক 'ডিজারশন' এর অভিযোগে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। বিগত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

২। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় জনাব নুরুন নাহার বেগম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচারণ' এবং ৩(সি) মোতাবেক 'ডিজারশন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(এ) অনুযায়ী অভিযুক্ত সাব্যস্তক্রমে তাকে "নিম্ন পদে বা নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower post or time-scale)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(এ) অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল), জনাব নুরুন নাহার বেগম-কে "নিম্ন পদে বা নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower post or time-scale)" দণ্ড প্রদান করা হলো। আরোপিত দণ্ডের আওতায় জনাব নুরুন নাহার বেগম-কে তার চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদ থেকে ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদে অবনমিতকরণসহ অননুমোদিত অনুপস্থিত কালকে অর্থাৎ ০৬-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৪ (চার) বৎসর ১১ (এগার) মাস ০১ (এক) দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অধিশাখা-১৬ (কারিগরি-২)

অফিস আদেশ

তারিখ, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১৯ মে ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৭.১৩.০০১.১৬-১৪১—কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ অনুযায়ী ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে সকল সরকারি/বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও সমমান পর্যায়ে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো। ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

ভর্তি পরিচালনা কমিটি-২০১৬

আহ্বায়ক

(১) পরিচালক (PIU), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

(৩) পরিচালক (ভোকেশনাল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

(৪) মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট উপ সচিব)

(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা তাঁর প্রতিনিধি

(৬) পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

সদস্য-সচিব

(৭) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ভর্তি কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করবেন।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

১। কমিটি ভর্তি নীতিমালা ২০১৬-এর আলোকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও সমমান পর্যায়ে ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বাজেট প্রণয়ন করা যাবে।

৩। প্রয়োজনে কোন সদস্য-কে কো-অপ্ট করা যাবে।

৩। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ হতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এখন থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
উপ সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/২২ মে ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১৫.০৬২.১০(অংশ-১)/১৩৭—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "৯টি শিল্পনগরী কর্মসূচি" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত অফিস সহায়ক (পিয়ন) এর ০১ (এক) টি পদ ০১-০৬-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভুতাপেক্ষভাবে সংরক্ষণ এবং ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)
(১)	অফিস সহায়ক (পিয়ন)	০১(এক) টি	৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)

শর্তসমূহ :

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(খ) চতুর্থ শ্রেণির পদে যে কর্মচারী কর্মরত আছেন সে পদ পরবর্তীতে তাঁর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হলে তা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদ্‌বিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১২ বৈশাখ, ১৪২৩/২৫ এপ্রিল ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-২৫৬—ডিএমপি, ঢাকার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-৭৯, তারিখ ২৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক বিমানবন্দর থানাধীন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকার ব্যাগেজ কাউন্টারের সামনে আসামী মোঃ মঞ্জুরুল হক (৩৩), পিতা-মৃত ইসমাইল হোসেন, মাতাঃ জামেলা খাতুন,

সাং-কয়ারখালি, পোঃ বিন্নাটি, থানা-সদর, জেলা-কিশোরগঞ্জ পাচার করার উদ্দেশ্যে জাল পাসপোর্ট হেফাজতে রেখে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(ঘ)(চ)(ছ) ধারায় অপরাধ করেছে বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-২৫৭—ডিএমপি, ঢাকার পল্টন মডেল থানার মামলা নং-২৪, তারিখ ১১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক পল্টন থানাধীন ৩৬ নয়া পল্টন, মসজিদ গলি (৪র্থ তলা) বিল্ডিং এর কক্ষে আসামী মোঃ ইমরান হোসেন সুমন (২৬), পিতা-খলিল শিকদার, সাং-শ্রীপুর, থানা ভান্ডারিয়া, জেলা-পিরোজপুর এর নিকট হতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিজ দখলে অবৈধভাবে রেখে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(চ) ধারায় অপরাধ করেছে বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০৩.১৫-২৫৮—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মামলা নং-২২, তারিখ ১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) ৬(২) (অ)(ই)/১২ ধারায় আসামী মোঃ বেলাল হোসেন (৩০), পিতা-পেয়ার আহম্মেদ, সাং-ছোটখিল, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লাসহ অন্যান্য আসামী পরস্পর যোগসাজসে ও সহযোগিতায় জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট, পাটকেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলাচলরত যানবাহনের ক্ষতিসাধন এবং পুলিশসহ জনসাধারণের হত্যার চেষ্টা এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০৩.১৫-২৫৯—কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মামলা নং-২০, তারিখ ২৮-০৬-২০১৫ খ্রিঃ, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২) (উ) ধারায় আসামী মোঃ ওয়াকিলুর রহমান (২৪), পিতা-মবিনুর রহমান, সাং-শান্তিবাগ, হোল্ডিং নং-৮১/১, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনসাধারণের যানবাহন, জানমাল ও সম্পত্তি ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দাহ্য পদার্থ, পেট্রোল বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য ককটেল নিজ দখলে রাখার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০৩.১৫-২৬০—কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ০৫-০৮-২০১৫ খ্রিঃ, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২) (উ) ধারায় আসামী মোঃ শাহিন (২৭), পিতা-জিতু মিয়া, সাং-হেশিয়ারা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লাসহ অন্যান্য আসামী বিভিন্ন জানমালের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য নিজ দখলে রাখার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী-আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ১৫ বৈশাখ, ১৪২৩/২৮ এপ্রিল ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৬-২৬৫—বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার মামলা নং-০৯, তারিখ ২৭-১১-২০১৫ খ্রিঃ, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৬(২) (ঈ) ধারায় আসামী আদর আহম্মেদ সাগর (২২), পিতা-শহিদুল ইসলাম, সাং-নগর, থানা-নড়িয়া, জেলা-শহিয়তপুরসহ অন্যান্য আসামী প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা, প্ররোচিত করার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ১২ বৈশাখ, ১৪২৩/২৫ এপ্রিল ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৬-২৬৬—সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার মামলা নং-০৯, তারিখ ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) ৬ এর (২)(ই)(ঈ)(উ)/১০/১২/১৩ ধারায় আসামী মাওলানা আব্দুল করিম (৫০), পিতা-মৃত আব্দুস সালাম, সাং-বড়দেশ উত্তর, কানাইঘাট, সিলেটসহ অন্যান্য আসামী সন্ত্রাসী কার্য করার উদ্দেশ্যে নিজ দখলে বিস্ফোরক দ্রব্য ও জিহাদী লিফলেট নিজ দখলে রাখার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৫ মে ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪.২০১৫-৩৭৩—যেহেতু, ডাঃ মোহাঃ সাইফ হোসেন জোয়াদ্দার (১৩৩১৬২), সহকারী সার্জন মোনাখালী ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মুজিবনগর, মেহেরপুর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৬-০২-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪. ২০১৫-১২৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং এবং গত ২৭-০৫-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাঃ সাইফ হোসেন জোয়াদ্দার (১৩৩১৬২), সহকারী সার্জন মোনাখালী ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মুজিবনগর, মেহেরপুর এর বিরুদ্ধে আনীত তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ২৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ২২ মে ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১২.২০১৫-৩৮৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম হাওলাদার (১০৪৩৬১), সহকারী সার্জন, ধলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সদর, ফেণী বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি), ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১২-০৪-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২.২০১৫-২১০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম হাওলাদার (১০৪৩৬১), সহকারী সার্জন, ধলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সদর, ফেণী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১৭ মে ২০১৬

নং **স্বাপকম/নির্মাণ/এইচইডি-২৭/২০০৩/অংশ-২/৬১৬**—নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এইচইডি) অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনকৃত নিম্নে বর্ণিত ৩৮ (আটত্রিশ)টি পদ ০১-০৬-২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
(১)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২ (দুই)
(২)	পরিচালক	১ (এক)
(৩)	নির্বাহী প্রকৌশলী	৭ (সাত)
(৪)	উপ-পরিচালক	১ (এক)
(৫)	সহকারী-প্রকৌশলী	৬ (ছয়)
(৬)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১ (এক)
(৭)	এষ্টিমেটর	৬ (ছয়)
(৮)	নক্সাকার	৩ (তিন)
(৯)	কম্পিউটার অপারেটর	১ (এক)
(১০)	হিসাব রক্ষক	৫ (পাঁচ)
(১১)	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
(১২)	ডাটা এন্টি অপারেটর	৩ (তিন)
	মোট=	৩৮ (আটত্রিশ)

২। উল্লিখিত পদসমূহের বেতন-ভাতাসহ আনুষংগিক যাবতীয় ব্যয় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এইচইডি) রাজস্ব বাজেটের পরিচালন কোড নং ৩-২৭১৭-০০০০ বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।

৩। এ সকরারি মঞ্জুরিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে এবং এ বিষয়ে সকল বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

খাজা আব্দুল হান্নান
যুগ্ম-সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ মে ২০১৬

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-৩)-৬০৫—দেশের বিভিন্ন স্থানে লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান এবং নকল, ভেজাল ও অবৈধ ঔষধ প্রস্তুতকারী, বিক্রয়কারী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার এতদ্বারা নিম্নেবর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে সকল জেলার জন্য কার্যকরী "জেলা ঔষধের অনিয়ম প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ্যাকশন কমিটি" পুনর্গঠন করিল :

সভাপতি

(ক) জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

(খ) জেলা পুলিশ সুপার

(গ) সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট জেলা

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা)

(ঙ) উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সংশ্লিষ্ট জেলা

(চ) সভাপতি/সেক্রেটারি, জেলা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি, সংশ্লিষ্ট জেলা

সদস্য-সচিব

(ছ) ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, সংশ্লিষ্ট জেলা।

কার্যপরিধি :

(ক) কমিটি স্ব-স্ব জেলার আওতাধীন এলাকায় লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান এবং নকল, ভেজাল ও অবৈধ ঔষধ প্রস্তুতকারী, বিক্রয়কারী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করার ব্যবস্থা করবে এবং ঔষধ আইন' ১৯৪০, ঔষধ অধ্যাদেশ' ১৯৮২ এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন' ১৯৭৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) কমিটি প্রতি মাসে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবে;

(গ) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সন্নিবেশপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(ঘ) কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্ততঃ ১ (এক) বার সভা করবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গৌতম কুমার
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ বৈশাখ, ১৪২৩/০৩ মে ২০১৬

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪.২০১৩-৩৫৭(১)—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম দেওয়ান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দুর্গাপুর, রাজশাহীতে (সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, সুনামগঞ্জ) সুনামগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ এর অধীন সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলাধীন ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান করেছেন;

যেহেতু অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিল প্রদানের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ব্যতীত আপনি নিজে এমবিতে স্বাক্ষর করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার সহযোগিতার প্রেক্ষিতে কাজ সমাপ্ত না সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা হতে বিধি বর্হিভূতভাবে বিশেষ জামানত বাবদ ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা কর্তন করা এবং পরবর্তীতে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতীত বিশেষ জামানতের ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা হতে প্রথমে ৫০,০০,০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও পরবর্তীতে ৪টি চেকের মাধ্যমে ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করার সুপারিশ করেছেন;

যেহেতু, আপনি জামানতের অর্থ দিয়ে কাজ বাস্তবায়নের পরও ১,৫৩,৭৬,১৮৪ (এক কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত চুরাশি) টাকা কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। জিওবি বাবদ ৬২,৪৬,৬৮১ (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত একাশি) টাকা বরাদ্দ না পাওয়ায় অবশিষ্ট (১,৫৩,৭৬,১৮৫—৬২,৪৬,৬৮১)=৯১,২৯,৫০৪ (একানব্বই লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত চার) টাকার বিল প্রদানে সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ প্রকল্পের হাওড়া এলাকার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজে যথোপযুক্ত Protective work & cause way না দেয়ায় কাজের গুণগত মান রক্ষা না করায় বহু অংশের Protective work বিনষ্ট হয়েছে।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৫. ২০১৩-৪৪৮ নম্বর স্মারক মাধ্যমে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত অভিযোগে আপনাকে কেন "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তার ব্যাখ্যাসহ আপনার লিখিত জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন জানালে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, আপনার দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব আবুল কাসেম, যুগ্ম-সচিব (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা তথা "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম দেওয়ান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দুর্গাপুর, রাজশাহী (সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, সুনামগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং উক্ত স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪.২০১৩-৩৫৯—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নুরুল আলম চৌধুরী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ এর অধীন সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা ঠিকাদারকে প্রদানের সহযোগিতা করেছেন।

যেহেতু, আপনার সহযোগিতার প্রেক্ষিতে কাজ সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে বিশেষ জামানত বাবদ ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা কর্তন করেন এবং পরবর্তীতে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিত বিশেষ জামানতের ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা হতে প্রথমে ৫০,০০,০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও পরবর্তীতে ৪টি চেকের মাধ্যমে ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাক ঠিকাদারকে পরিশোধ করার সুপারিশ করেছেন;

যেহেতু, আপনি উত্তোলিত অর্থ দিয়ে কাজ বাস্তবায়নের পরও ১,৫৩,৭৬,১৮৪ (এক কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত চুরাশি) টাকার কাজ অসমাপ্ত থাকা এবং জিওবি বাবদ ৬২,৪৬,৬৮১ (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত একাশি) টাকা বরাদ্দ না পাওয়ায় অবশিষ্ট (১,৫৩,৭৬,১৮৫–৬২,৪৬,৬৮১)=৯১,২৯,৫০৪ (একানব্বই লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত চার) টাকার বিল প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ প্রকল্পের হাওড় এলাকার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজে যথোপযুক্ত Protective work & cause না দেয়ায় কাজের গুণগত মান রক্ষা না করায় বহু অংশের Protective work বিনষ্ট হয়েছে।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৪. ২০১৩-৪৪৫ নম্বর স্মারক মাধ্যমে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত অভিযোগে আপনাকে কেন "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তার ব্যাখ্যাসহ আপনার লিখিত জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন জানালে আপনার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, আপনার দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব আবুল কাসেম, যুগ্ম-সচিব (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা তথা "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ নুরুল আলম চৌধুরী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০২.২০১৩-৩৬০—যেহেতু, আপনি জনাব আঃ রশিদ মিয়া, এলজিইডি, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ (সাবেক সিনির সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, সুমানগঞ্জ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থেকে

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ এর অধীন সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলাধীন ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা প্রদানের সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু, আপনার সহযোগিতায় কাজ সমাপ্ত না সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে বিশেষ জামানত বাবদ ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা কর্তনে সহযোগিতা করেন এবং পরবর্তীতে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিত বিশেষ জামানতের ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা হতে প্রথমে ৫০,০০,০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও পরবর্তীতে ৪টি চেকের মাধ্যমে ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাক ঠিকাদারকে পরিশোধে সহায়তা করেছেন;

যেহেতু, আপনি জামানতের অর্থ দিয়ে কাজ বাস্তবায়নের পরও ১,৫৩,৭৬,১৮৪ (এক কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত চুরাশি) টাকার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। জিওবি বাবদ ৬২,৪৬,৬৮১ (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত একাশি) টাকা বরাদ্দ না পাওয়ায় অবশিষ্ট (১,৫৩,৭৬,১৮৫—৬২,৪৬,৬৮১)=৯১,২৯,৫০৪ (একানব্বই লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার পাঁচশত চার) টাকার বিল প্রদানে সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ প্রকল্পের হাওড় এলাকার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজে যথোপযুক্ত Protective work & cause way না দেয়ায় কাজের গুণগত মান রক্ষা না করায় বহু অংশের Protective work বিনষ্ট হয়েছে।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮-০৭-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০২. ২০১৩-৪৫৪ নম্বর স্মারকের "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত অভিযোগে আপনাকে কেন "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তার ব্যাখ্যাসহ আপনার লিখিত জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন জানালে আপনার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, আপনার দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচানায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব আবুল কাসেম, যুগ্ম-সচিব (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা তথা "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব আঃ রশিদ মিয়া, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ (সাবেক সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, সুনামগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং উক্ত স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০১.২০১৩-৩৬১—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ তামজিদ সরওয়ার, উপ-পরিচালক, এলজিইডি, নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক কর্মস্থলঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ) সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ এর অধীন সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলাধীন ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিল বাবদ ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা উত্তোলন করে ঠিকাদারকে প্রদান করেছেন;

যেহেতু, আপনি এলজিইডির সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ এর অধীন সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কম থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে ৬ষ্ঠ চলতি বিলের ৫,৩১,৮৯,৭০২ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত দুই) টাকা হতে বিধি বহির্ভূতভাবে বিশেষ জামানত বাবদ ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা কর্তন করেন এবং পরবর্তীতে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিত বিশেষ জামানতের ১,৭৫,৫১,৭৬২ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত বাষট্টি) টাকা হতে প্রথমে ৫০,০০,০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও পরবর্তীতে ৪টি চেকের মাধ্যমে ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করেছেন;

যেহেতু, আপনি উত্তোলিত অর্থ দিয়ে কাজ বাস্তবায়নের পরও ১,৫৩,৭৬,১৮৪ (এক কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত চুরাশি) টাকার কাজ অসমাপ্ত থাকা এবং জিওবি বাবদ ৬২,৪৬,৬৮১ (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত একাশি) টাকা বরাদ্দ না পাওয়ায় অবশিষ্ট (১,৫৩,৭৬,১৮৫—৬২,৪৬,৬৮১)=৯১,২৯,৫০৪ (একানব্বই লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার পাঁচশত চার) টাকার বিল অতিরিক্ত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় সমাপ্তকৃত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬ প্রকল্পের হাওড় এলাকার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজে যথোপযুক্ত Protective work & cause way না দেয়ায় কাজের গুণগত মান রক্ষা না করায় বহু অংশের Protective work বিনষ্ট হয়েছে।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৬-০৭-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০. ০০.০০১.২০১৩-৪৪৬ নম্বর স্মারকে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত অভিযোগে আপনাকে কেন "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত করা

হবে না বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তার ব্যাখ্যাসহ আপনার লিখিত জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন জানালে আপনার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, আপনার দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব আবুল কাসেম, যুগ্ম-সচিব (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে দায়িত্বে অবহেলা তথা "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ তামজিদ সরওয়ার, উপ-পরিচালক, এলজিইডি, নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক কর্মস্থলঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে আপনার ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার এবং উক্ত স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া প্রদান না করার দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

ইউপি-২ অধিশাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৫১৬—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৫ ধারা এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর ৭ক ধারার উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্‌সংক্রান্তে জারিকৃত ১৮-০৭-২০১৬ ইং তারিখের ৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৩৯৮ নং প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে সরকার এতদ্বারা 'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' প্রতিষ্ঠা করিল।

রাষ্ট্রপতিরআদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।